বস্তুর স্বতন্ত্র বাহ্যসত্তা আছে এবং বস্তুকে সোজাসুজি ইন্দ্রিয়-অনুভবে জানা যায়, তাকে সরল বস্তুবাদ বলে।

(খ) সরল বস্তুবাদের বক্তব্য ঃ

১. আমাদের জ্ঞান ও মনের বাইরে বাহ্যজগৎ আছে। সেখানে অসংখ্য বস্তু বা বিষয় আছে। এরা প্রত্যেকেই নিজের স্বরূপ এবং স্বাতন্ত্র্য দিয়ে জগৎকে বৈচিত্র্যময় করে রেখেছে।

২. বস্তু জ্ঞানের বিষয় হিসাবে আমাদের ইন্দ্রিয়-অনুভবে আসে। ইন্দ্রিয় অনুভবে আসা বস্তুকে আমরা যা এবং যেমনভাবে জানি, বস্তু আসলে ঠিক তাই এবং তেমন। অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞানের বাইরে বস্তুর সত্তা, গুণ বা বস্তুধর্ম—সব কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

৩. বস্তু-সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বস্তুর অনুরূপই হয়। অর্থাৎ, জ্ঞান বস্তুকে গঠন করে না। বস্তুই জ্ঞানকে গঠন করে।

৪. বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বাহ্যিক বা আকস্মিক। কারণ, এই সম্পর্ক না-হলেও বস্তু থাকতে পারে। অর্থাৎ, জ্ঞাতার জানা-না-জানার সঙ্গে বস্তুর অস্তিত্বের কোনো সম্পর্কই নেই।

৫. বস্তুকে সোজাসুজি ইন্দ্রিয়-অনুভবে জানা যায়। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় অনুভবে সোজাসুজি বস্তু সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তা-ই হল বস্তুধর্ম। অর্থাৎ, বস্তু বাস্তবে যা, জ্ঞানেও তা-ই থাকে।

বস্তুবাদীদের মতে, বস্তু যা এবং যেমন, তাকে আমরা ঠিক সেভাবেই জানি। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের কোনো জ্ঞানই মিথ্যা হতে পারে না। অথচ, বাস্তবে আমাদের অনেক জ্ঞানই মিথ্যা হয়।

৫. এই মতবাদ একই বস্তুর জ্ঞান বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। সরল বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুর গুণ বা বস্তুধর্মগুলি বস্তুগত এবং এগুলি আমরা সোজাসুজি জানতে পারি। তাই যদি হয়, তাহলে একই খাদ্য একজনের কাছে সুস্বাদু এবং অন্যজনের কাছে বিস্বাদ লাগে কেন?

৬. এই মতবাদ একই বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণ প্রত্যক্ষ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

সরল বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুর সব গুণই বস্তুগত এবং এগুলি আসলে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই আমরা এদের জানি। তাই যদি হয়, তাহলে, একই লাঠি জলে না-ডোবালে সোজা লাগে। অথচ, জলে ডোবালে বাঁকা লাগে কেন? দুটি পরস্পর-বিরোধী গুণ একই সঙ্গে থাকা কী সম্ভব?

প্রশ্ন : ৩. (ক) প্রতিরূপী বস্তুবাদ কী? (Marks - 10)

(খ) প্রতিরূপী বস্তুবাদ ব্যাখ্যা করো। অথবা, প্রতিরূপী বস্তুবাদের বক্তব্যগুলি কী কী? **–H .S. '87,'95**

(গ) প্রতিরূপী বস্তুবাদ কী গ্রহণযোগ্য? —H .S. '87,'95

(ঘ) লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ কীভাবে ভাববাদের পথপ্রশস্ত করেছে?—H.S.'89

উত্তর : (ক) প্রতিরূপী বস্তুবাদ :

যে-মতবাদে বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ ও মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, এবং বস্তুর জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সোজাসুজি পাওয়া জ্ঞান না-বলে বস্তুর প্রতিরূপ বা ধারণার মাধ্যমে পাওয়া পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়, তাকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ

গুণগুলির আশ্রয় হল বস্তু এবং গৌণ গুণগুলির আশ্রয় হল মন।

৩. জ্ঞাতা ব্যক্তি বস্তুকে জানতে চায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়-অনুভবে সে সোজাসুজি বস্তুকে পায় না। ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যা আসে, তা হল বস্তুধর্ম বা গুণ। এগুলি ধারণা বা প্রতিরূপের আকারে আসে। মন সোজাসুজি মানসিক পদার্থ হিসাবে এগুলিকে জানতে পারে।

৪. জ্ঞাতা বস্তুকে জানতে চায়। কিন্তু সে বস্তুধর্ম বা গুণের প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানতে পারে। তাই সে অনুমান করে নেয় যে, বস্তুধর্মের প্রতিরূপ যখন রয়েছে, তখন ওইসব বস্তুধর্মের বাহ্যসত্তা আছে এবং এদের আশ্রয় হিসাবে বাহ্যবস্তু আছে।

৫. বস্তুর সবগুণ বা বস্তুধর্মই জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। এর মধ্যে মুখ্য গুণগুলির ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের সাদৃশ্য থাকে। অর্থাৎ, যা গোলাকার তা সত্যই গোলাকার এবং সবাই তাকে গোলাকার দেখে। গৌণ-গুণগুলির ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের সাদৃশ্য থাকে না। কারণ বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ, গুণগুলি ইন্দ্রিয়, অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে। তাই এগলির ধারণা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। এজন্যই আমাদের বস্তুজ্ঞানের তারতম্য দেখা যায়।

৬. জ্ঞাতার বস্তুজ্ঞান পরোক্ষভাবে বস্তুধর্মের ধারণার মাধ্যমে হয়। তাই বস্তুধর্মের ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল থাকলে বস্তুজ্ঞান সত্য হয়, না-হলে বস্তুজ্ঞান মিথ্যা হয়। সাপ-প্রতিরূপ বা সাপের ধারণার সঙ্গে দড়ি-বস্তুর মিল হয় না।

ধারণার ভিত্তিতে স্পষ্ট বস্তুজ্ঞান লাভ করে।

৪. মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের ধারণার পার্থক্য নির্দেশ সম্ভব নয়।

বাহ্যবস্তুর মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ—দু-ই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। এবং এদের পার্থক্য প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্দেশ করা যায়। কিন্তু বস্তুর ধারণায় যে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ থাকে, তাদের পার্থক্য নির্দেশ করা কীভাবে সম্ভব হবে?

৫. লক্-এর গুণ-বিভাগ বস্তুবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে।

(i) লক্-এর মতে বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গৌণগুণগুলি ইন্দ্রিয়ভেদে, অবস্থাভেদে এবং পরিবেশভেদে ভিন্ন হয়। কিন্তু আকার, ওজন প্রভৃতি মুখ্যগুণগুলিও ইন্দ্রিয়, অবস্থা ও পরিবেশভেদে ভিন্ন হয়। কাছে-থাকা ব্যক্তির কাছে একটি বস্তুর আকার একরকম মনে হয়। দূরে-থাকা ব্যক্তির কাছে ওই বস্তুর আকার অন্যরকম হয়। অর্থাৎ, যে-যুক্তিতে লক্ গৌণগুণগুলিকে মনোগত বলেছেন, ঠিক সেই যুক্তিতেই মুখ্য-গুণগুলিকেও মনোগত বলতে হয়। তাই যদি হয়, তাহলে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ সব গুণই মনোগত হয়ে যায়। ফলে, বস্তুকে পুরোপুরি মনের ধারণা বলতে হয়। অর্থাৎ, বস্তুর বাহ্যসত্তা বলে কিছু

বর্ণ নেই। অথবা গৌণগুণ আছে, অথচ মুখ্যগুণ
অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ, মুখ্যগুণ = গৌণগুণ = মনোগত

বস্তু = মুখ্যগুণ + গৌণগুণ

∴ বস্তু = মনোগত বা মনের ধারণা।

অর্থাৎ, বস্তু = ধারণা।

লক্-এর প্রতিরূপী বস্তুবাদের এই সব
বললেন : বাহ্যবস্তু বলে কিছু নেই। যাকে বাহ
কাজেই অত্যন্ত সংগতভাবেই বলা যায় যে, লক্
ভাববাদের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের

উঃ সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদ —
তাই দুটি মতবাদেই স্বীকার করা হয়েছে যে
(i) বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ এবং মননিরপেক্ষ
(ii) বস্তু মানেই গুণবিশিষ্ট বস্তু।

কিন্তু বস্তুজ্ঞান সম্পর্কে দুটি বস্তুবাদের মধ্যে
নিম্নরূপ—

(i) সরল বস্তুবাদীদের মতে, বস্তু এবং বস্তুর
হল গুণের আশ্রয়। এই গুণগুলিকে জানা যায়।

(ii) সরল বস্তুবাদীদের মতে, বাহ্যবস্তুকে
বস্তুবাদীদের মতে, ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে বাহ্য
বাহ্যবস্তুকে পরোক্ষভাবে জানা যায়।

(iii) সরল বস্তুবাদীদের মতে, বস্তু যা এবং
ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। প্রতিরূপী
ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হলে বস্তুজ্ঞান সত্য হ
ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে।

(iv) সরল বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর সব গুণই
পারে না। প্রতিরূপী বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুর মু
মতবাদ বস্তুর জ্ঞানবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পেরে

(v) সরল বস্তুবাদে বস্তুকে জ্ঞানের বাইরে
পেয়েছে। প্রতিরূপী বস্তুবাদে বস্তুকে অজ্ঞাত বলা
অর্থাৎ, এই মতবাদ বস্তুকে ধারণায় রূপান্তরিত

বস্তু থাকতে পারে না। তাই এগুলি পুরোপুরি বস্তুগত বা বস্তু-নির্ভর।

✤ **গৌণগুণ ঃ** গৌণগুণ হল ঃ (i) যা বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়।

(ii) যা বস্তুধর্ম থেকে উৎপন্ন অথচ ব্যক্তিনির্ভর।

বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শীতলতা ইত্যাদি হল গৌণগুণ। এগুলি আসলে বস্তুতে থাকে না। বস্তু ধরনের শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলেই বর্ণ, স্বাদ ইত্যাদি গৌণগুণগুলিকে সৃষ্টি করে। সংবেদনই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সব গুণের ধারণাকে সৃষ্টি করে। তাই এগুলি ব্যক্তিনির্ভর।

✤ **পার্থক্য ঃ**

১. মুখ্যগুণগুলি বস্তুর অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ, আকার নেই বা বিস্তার নেই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। গৌণগুণগুলি বস্তুর অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য নয়। কারণ, গন্ধ নেই বা স্বাদ বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব।

২. মুখ্যগুণগুলি প্রকৃতই বস্তুতে থাকে। তাই যা গোলাকার, তাকে সকলেই গোল দেখে। বস্তুতে থাকে না। এগুলি ব্যক্তিনির্ভর এবং অবস্থানির্ভর। তাই স্বাদ বা বর্ণ ব্যক্তিভেদে, ইন্দ্রিয় অবস্থাভেদে বিভিন্ন হতে পারে।

৩. মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ—দুপ্রকার গুণই বস্তু থেকে আসে। তাই দুপ্রকার গুণই বস্তুগত। যে-অর্থে বস্তুগত, গৌণগুণ সেই অর্থে বস্তুগত নয়। বস্তুতে গৌণগুণের অনুভব উৎপাদন করার এই শক্তি যখন উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন উষ্ণ, শীতল, লাল, নীল ইত্যাদি অনুভব। গৌণগুণের ধারণা প্রধানত ইন্দ্রিয়-অনুভবের সৃষ্টি।

৪. মুখ্যগুণ বস্তুর অবিচ্ছেদ্য গুণ। গৌণগুণ বিচ্ছেদ্য। মোমকে উত্তাপ দিলে, তা তরল হয়। মোমে আগের রং থাকে না, কিন্তু কোনো-না-কোনো আকার তার থেকেই যায়।